IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রাধাকৃষ্ণনের দর্শনে নারীর ভূমিকা: একটি অনুসন্ধান

Ujjal Kumar Singha[1]

Research Scholar, Department of Philosophy, SKBU

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধটিতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ও চিন্তাধারার বর্ণনা ব্যাখ্যার মধ্যে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক যিনি হিন্দু দর্শনকে ব্যাখ্যা এমনকি হিন্দু দর্শনকে পশ্চিমা বিশ্বে উপস্থাপন করতে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের ভূমিকা এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রদান করে যা প্রথাগত হিন্দু চিন্তাধারায় সঙ্গে আধুনিক বোধের মেলবন্ধন ঘটায়। যদিও তাঁর হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা সার্বজনীন মূল্যবোধ নৈতিক জীবন এবং সকল সত্তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিতে দেখা যায় তাকে, যা গৃহস্থলীর এবং বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে রাধাকৃষ্ণন নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সমতার কথা এমনকি অধ্যাত্মিক সমতার পক্ষে কথা বললেও তিনি ভারতের সামাজিক ধর্মীয় রীতিনীতি যেমন পিতৃতান্ত্রিক ইত্যাদি নিয়মগুলিকে সমালোচনাও করেছেন। তাছাড়া এই প্রবন্ধটি হিন্দু দর্শনের চিন্তা ধারায় রাধাকৃষ্ণন নারীদের সামাজিক বিচার বিশ্লেষণের পাশাপাশি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও তাঁর ওপর লেখা প্রবন্ধগুলির বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, নারীদের প্রতি রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের সূক্ষ্ম বোঝাপড়া প্রদান করার চেষ্টা করে।

[1] Ph.D. Research Scholar, ICPR Fellow, Department of Philosophy , Sidho Kanho Birsha University

মূল শব্দ - *রাধাকৃষ্ণন, নারী, হিন্দু দর্শন, ধর্ম, সমাজ।*

ভূমিকা

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক ঐতিহ্যের সেতু বন্ধক। হিন্দু দর্শন, তুলনামূলক ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত তাঁর রচনাগুলি বিশ্বজুড়ে গবেষক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলেছে। রাধাকৃষ্ণন হিন্দু ধর্মকে একটি সার্বজনীন ও গভীর নৈতিক ধর্ম হিসেবে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যা আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে সক্ষম। যদিও, যতটা রাধাকৃষ্ণন তাঁর হিন্দু চিন্তাধারা ও রীতি-নীতির জন্য বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হন ততটা কিন্তু তাঁর নারী সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রশংসিত নন। যাইহোক এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো এই ফাঁকটি পূরণ করা এবং রাধাকৃষ্ণন দার্শনিক চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের সামাজিক অবস্থা এবং বিভিন্ন বিষয়ে নারীরা কি ভূমিকা পালন করে তা বিচার বিশ্লেষণ করা। একইভাবে এই প্রবন্ধে নারীর আধ্যাত্মিক সমতা, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা এবং নারীবাদী আলোচনা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচিত হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণনের দর্শন

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এর দর্শন মূলত বেদান্ত দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। যদিও তিনি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবেদান্ত এবং হেগেলের ভাববাদকে সমর্থন করায় অনেকে তাকে বেদান্তী ভাববাদ বলে আখ্যা করেছেন। যাইহোক তাঁর দর্শন ভাববাদী চিন্তা ধারার মধ্যদিয়ে বিশ্ব ও জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেও তিনি নিজেকে সবসময় ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রেখে ছিলেন । আর মনে করতেন যদি ধর্মকে গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার সদর্থক ও হিতকর দিকগুলকে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তিনি শিক্ষা, প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা, সমাজ, মানুষ ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তিনি ধর্মের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে যে, ধর্ম হল বিভিন্ন পথের মাধ্যমে একই সত্যের সন্ধান। রাধাকৃষ্ণন বিশ্বাস করতেন যে ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো মানবতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা কেবলমাত্র আপনার উন্নতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য হওয়া উচিত। তিনি হিন্দু ধর্মের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন যেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করা হয়। তাই তিনি *হিন্দু দর্শন* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Hinduism is a process and not a result, a growing tradition and not fixed revelation as in other faiths. He has compared Christianity, Islam and Buddhism in the light of Hinduism and stressed that the ultimate aim of these religions is the attainment of the universal self." তিনি যুক্তি দিয়েছেন দর্শনের মৌলিক দিক হলো সকল সত্তার ঐক্য এবং প্রতিতিটি ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের স্বীকৃতি। এই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি আধ্যাত্মিকতার প্রতি একদিন ভিত্তি প্রদান করে যা পুরুষ এবং নারীদের সমানভাবে মর্যাদা দেয়। যাই হোক তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে তিনি আত্মার ধারণাকে লিঙ্গ বৈষম্যরূপে এবং সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে অভিন্ন হিসাবে দেখেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন প্রকৃত সত্তা আকারহীন ও সমাজ সংস্কৃতি থেকে বাইরে।

হিন্দু দর্শনে নারীদের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও রাধাকৃষ্ণন

প্রাচীন হিন্দু দর্শনে নারীদের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি বহুমাত্রিক ও জটিল। প্রাচীনকালে বেদ ও উপনিষদে নারীদের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। প্রথাগত গ্রন্থ যেমন মনুস্মৃতি এবং মহাভারত নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা বর্ণনা করে, যা সম্মানিত দেবী থেকে শুরু করে গৃহস্থালি ক্ষেত্রে অধীন ভূমিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। নারী ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তবে, পরে ধর্মশাস্ত্র, বিশেষ করে মনুস্মৃতি, নারীর স্বাধীনতা সীমিত করে তাদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপ করে। পুরাণে নারীদের দেবী রূপে পূজা করা হলেও তাদের দৈনন্দিন সামাজিক ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল। নারীদের মাতৃত্ব ও শক্তি রূপে পূজা, বিশেষ করে শাক্ত দর্শনে, নারীদের একটি শক্তিশালী ও সৃষ্টিশীল সত্তা হিসেবে তুলে ধরে। নারীর মধ্যে শক্তি, ধৈর্য, এবং মমত্ববোধ সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নারীর শিক্ষার গুরুত্ব এবং তাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, নারীর শিক্ষাই সমাজের উন্নতির চাবিকাঠি এবং নারীরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন নারীদের সমতা ও শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। তাই, নারীর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক ভূমিকা সমাজের জন্য অপরিহার্য।

নারীদের আধ্যাত্মিকতা

রাধাকৃষ্ণন তাঁর দর্শনে আধুনিকতা ও সমানতার উপর জোর দেখিয়ে বলেছেন যে, পুরুষ নারী উভয়ই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্ভাবনা সমান। তিনি বিশ্বাস করতেন পুরুষ নারী জ্ঞান, ভক্তি এবং নৈতিক

IJCRT

আচরণের আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি তাঁর *ধর্ম ও সমাজ* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "বহুসংখ্যক নারীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভের সুযোগ এসেছিল। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে যে সকল মানুষই যে সমান, এই মতবাদ, উচ্চতর ত্রিবর্ণে জন্ম না নিয়েও যে লোকে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে এই তথ্য এবং হিন্দু শাস্ত্রকারদের স্বীকৃতি যে এমন কি শূদ্রদেরও আত্মজ্ঞান লাভ করার অধিকার আছে।"[2] উদাহরণস্বরূপ তিনি তাঁর দর্শনে গার্গী, মৈত্রী, ধৃতব্রতা, শ্রুতবতী, সুভলা কুমারীর মতো নারীদের শুধু ব্যক্তিত্ব বা ভক্তির ব্যাখ্যার জন্য নয় এমনকি তাদের আধ্যাত্মিকতার অবদানের জন্য বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাদিতেও উল্লেখ রয়েছে যে, পুরুষরা যেমন অবিবাহিত রয়েই আধ্যাত্মিকতার সাধন ভজন করে ধর্মীয় চিন্তায় মগ্ন থাকে, ঠিক একই ভাবে নারিরাও অবিবাহিত থেকেই সাধন ভজন করতে পারবে। তাই তিনি বলেন, "কন্যাকেই যে বিবাহিত হতে হবে এমন কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না। নারীর স্ত্রী ও মাতা হওয়াই সবচেয়ে নিপুণ ও দুরহ কর্তব্য তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু যে কর্তব্যপালনে কোন নারীকে বাধ্য করা উচিত নয়।"[3] তাই লেখকের ভাষায় আমরা বলতে পারি, আমাদের মেয়েদেরও আত্মা আছে, বোঝবার আকাঙ্ক্ষা আছে, স্বপ্ন ও কামনা ইত্যাদি পুরনের জন্য আকৃতিও আছে।

নারীদের সামাজিক ভূমিকা

আধ্যাত্মিক সমতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে নারীদের কি ভূমিকা রয়েছে তা নিয়েও রাধাকৃষ্ণনের দর্শনে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও রাধাকৃষ্ণন নারীদের আধ্যাত্মিক সমতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন, তবুও তিনি প্রথাগত হিন্দু সমাজে তাদের সামাজিক ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ছিলেন, যেখানে নারীরা তাদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেইসাথে সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। রাধাকৃষ্ণন বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু দর্শনের নৈতিক নীতিগুলি নারীদের সামাজিক ভূমিকার পথনির্দেশ করা উচিত, যাতে তাদের মর্যাদা এবং সম্মান নিশ্চিত হয়। তিনি নারীদের অবহেলা করার কঠোর এবং দমনমূলক সামাজিক প্রথার সমালোচনা করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছে যে এইগুলি প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার বিকৃতি। রাধাকৃষ্ণন হিন্দু ধর্মের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক প্রথার সংস্কারের জন্য আহ্বান করেছিলেন, যা

[2] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সমাজ*, পৃঃ ১৪২।
[3] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সমাজ*, পৃঃ ১৪৭।

সহানুভূতি, ন্যায়বিচার, এবং সকল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদার উপর জোর দেয়। নারীরা নিজেদের কথা চিন্তা না করে সুস্থ সামাজের জন্য অনবরত চেষ্টা করে, লেখক তাই বলেন "সৎ মানুষ এবং পবিত্রচিত্ত মহিলারা সুখ পরিত্যাগ করে গৃহহারাদের মত কষ্ট পাচ্ছেন, অভাবের মধ্যে থেকেও পৃথিবী ভ্রমণ করছেন এবং কাউকে না জানিয়ে, আত্মশ্লাঘা অনুভব না করে নীরবে সবাইকে প্রেম বিলিয়ে যাচ্ছেন, এর চেয়ে মহত্তর দৃশ্য দেশ ও কালের রঙ্গমঞ্চে আর কিছু থাকতে পারে না।"[4]

নারীর শিক্ষা

রাধাকৃষ্ণন নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা নারীদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয় সার্বিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং যার ফলে তারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অংশগ্রহণ করে, এমনকি জাতির অগ্রগতির ঘটায়। তাই লেখক গোবিন্দ গোপাল তাঁর প্রবন্ধে বলেন, "Dr. Radhakrishnan envisioned the ideal woman as one who is educated, enlightened, and empowered, and who can balance and integrate the natural, social, and spiritual aspects of existence. He also envisioned the ideal woman as one who is compassionate, selfless, and courageous, and who can contribute to the welfare and progress of the family, the community, and the nation. He also envisioned the ideal woman as one who is respectful, tolerant, and cooperative, and who can engage in dialogue and exchange with the people of different faiths and backgrounds."[5] যাই হোক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রাদীর শ্লোক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "ব্রাহ্মণ কন্যাদের বেদ জ্ঞান দেওয়া হত, ক্ষত্রিয় কন্যারা ধনুবিদ্যা শিক্ষা করত।"[6] এমনকি "গৃহে ও অরণ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বালক বালিকা একসঙ্গে শিক্ষালাভ করত।"[7] "বাল্মীকি মুনির কাছে রামতনয় লবকুশের সঙ্গে আত্রেয়ীও শিক্ষালাভ করত।"[8] সংগীত নৃত্য ও অংকন প্রভৃতি চরুকলাতে বালিকাধিককে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত। তবে যাই

[4] সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, *ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, পৃঃ ৭২।

[5] Gobinda Gopal Jana, *Sarvepalli Radhakrishnan and the role of women in education and society*, P. 84।

[6] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সামাজ*, পৃঃ ১৪৭।

[7] তদেব, পৃঃ১৪৭

[8] তদেব, পৃঃ১৪৭

হোক লেখক তাঁর *সমাজ ও ধর্ম* নামক বইয়ে ব্যঙ্গ করে এক চেনা প্রবাদ বলেছেন যে, পুরুষ মনে করে সে জানে কিন্তু নারী জানে যে সে তার চেয়েও ভালো জানে।

পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরোধিতা

লেখক তাঁর *সমাজ ও ধর্ম* নামক গ্রন্থে বলেন- "আগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এবং আদিম সমাজ ব্যবস্থায় পুত্রের আর্থিক মূল্য কন্যার থেকে বেশি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে পিতা-মাতা কন্যাকে কম ভালবাসতেন। তখনও মার্জিত রুচির লোকেরা এই ব্যাপারে সুস্থ মনোভাব পোষণ করতেন। শিক্ষিত কন্যা পরিবারের গর্বের বিষয় ছিল।"[9] যাই হোক হিন্দু রীতিনীতির প্রতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অঘাত শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি কারনে সমাজে বেরে ওঠা নারী বিরোধী বিভিন্ন প্রথা ও চিন্তাভাবনা গুলোর সমালোচনাও করেছেন। যেমন হিন্দু সমাজে বিকশিত বেড়ে ওঠা কিছু প্রথা শিশু বিবাহ এবং নারীদের শিক্ষার দমন লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি প্রথা গুলির সমালোচনা তিনি করেছিলেন। লেখক তাই নারী বিদ্বেষীদের সমালোচনা করে তাঁর *ধর্ম ও সমাজ* নামক বইয়ে বলেছেন "নারী সম্বন্ধে বহু সংখ্যক মতামতের জন্য যেসব পুরুষ দায়ী তারা নারীদের স্বভাব সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প বলেছেন তার পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। নারীদের রহস্য ও পবিত্রতা মোহ ও চাঞ্চল্যের চিত্র দিতে দিতে তাদের উদ্ভাবনে বুদ্ধি প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলেছে।"[10] লেখক বলেন, যে নারীদের কাছ থেকে আমরা আত্মসংযোগ ও আত্মত্যাগের দাবি করি, আর অন্যদিকে সমাজে নানা ভাবে নানা কারণে তাদের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, দাসী, ক্রীড়াপুত্তলী হতে হয় যা কখনই দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট নয়। তাই ডঃ রাধাকৃষ্ণন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বিরোধীতা করে বলেন, "সতীত্ব এবং স্বামীর অধীনতা স্বীকার নারীর ধর্ম, এই প্রচলিত ধারণা পুরুষের অত্যাচারের সমর্থনে অত্যন্ত দুর্বল অছিলা মাত্র। যা পুরুষের ধর্ম, তাই নারীরও ধর্ম। দুঃখের কথা যে আমাদের মধ্যে এমন অনেক লম্পট আছে যারা বিবেকহীনের মত নারীকে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার কারে। এরা নরাকারে পশু, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির দাস।"[11]

গৃহিণী রূপে নারী

[9] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সামাজ*, পৃঃ ১৫৮।
[10] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সামাজ*, পৃঃ ১৪৪।
[11] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, পৃঃ ৯৪।

রাধাকৃষ্ণন তাঁর লেখায়, পরিবারে নারীরা কি ভূমিকা পালন করে, নারীদের কি কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি নারীদেরকে শুধু একমাত্র গৃহকর্মী বা পরিচালিকা বলেননি তারা প্রেমের আদর্শের প্রতীক এমনকি শিক্ষার-চাকরিতে সীমাবদ্ধ নয় তাদের প্রধান কাজ হবে মা ও গৃহলক্ষ্মী হওয়া আর পারিবারিক ধর্মভাব বজায় রাখা প্রাধান ভূমিকা পালনকারি ইত্যাদি। তাঁর মতে, পরিবার নৈতিক জীবনের ভিত্তি, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ লালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। যাইহোক লেখক তাই নীতিমঞ্জরি গ্রন্থের দ্বারা প্রাভাবিত হয়ে বলেন "হিন্দুরা গার্হস্থ্যাশ্রমকে উচ্চস্থান দেয়। যেমন সমস্ত জীব মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি অন্য সব আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রমের উপর নির্ভর করে। ইট কাঠ দিয়ে গৃহ তৈরি হয় না, গৃহিণী থেকেই গৃহের উদ্ভব, গৃহিণীহীন গৃহ আমার কাছে বনের সমান। কাঠ বা পাথর হলেই গৃহ হয় না, যেখানে গৃহিনী সেখানে গৃহ"।[12] তিনি নারীদের মহত্ত্বতা বলতে গিয়ে আরো বলেন, "মহান জগদীশ্বরই নাকি নিজেকে স্বামী ও স্ত্রী এই দুইভাবে নিজেকে ভাগ করেছেন। পুরুষ স্ত্রী ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। স্বামী ও স্ত্রী মিলনে পূর্ণতা।"[13] এছাড়া তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ গুলোর সমন্বয়ে প্রকাশিত Occasional Speeches and Writing নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, "The women keep the tradition alive with their love for order and harmony."[14]

উপসংহার

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শন নারী-পুরুষ সমতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তাঁর দর্শনে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, যা প্রাচীন হিন্দু দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটায়। রাধাকৃষ্ণণ নারীদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাদের সমতা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীরা কেবল পরিবারের গৃহিণী হিসেবেই নয়, সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তিনি নারীদের প্রতি আধ্যাত্মিক সমতার কথা বলেছেন, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় জীবনেই নয়, সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। রাধাকৃষ্ণন প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং নারীদের প্রতি

[12] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, *ধর্ম ও সমাজ,* পৃঃ ১৫৫।

[13] তদেব পৃঃ ১৬৪।

[14] Sarvapalli Radhakrishnan, *Occasional Speeches and Writing*, P. 346।

বৈষম্য, শিশু বিবাহ, এবং তাদের শিক্ষার দমনের মতো প্রথাগুলির বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করতেন, নারীদের অবমাননাকর সামাজিক প্রথাগুলি প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার বিকৃতি। রাধাকৃষ্ণন হিন্দু ধর্মের মূল শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেছেন, যেখানে মানবতার সার্বিক উন্নতি, ন্যায়বিচার, এবং করুণা প্রধান ভূমিকা পালন করে। নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও তাদের সমানাধিকারের জন্য তিনি সুস্পষ্টভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাই কেবল তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটাতে পারে না, বরং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রাধাকৃষ্ণনের দর্শনে নারীরা কেবল গৃহে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ ও জাতির উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখতে পারে। অতএব, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দর্শনের একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত থেকে নারীদের মর্যাদা ও তাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিকা নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন, যা সমাজে নারীদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী। *ধর্ম ও সমাজ।* অনু. শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র। কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স। ১৮২৫ বঙ্গাব্দ।

২। রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী। *ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।* অনু. শ্রীনীরদ চক্রবর্তী। কলকাতা: মিত্রা ও ঘোষ পাবলিশার্স। ১৮২৫ বঙ্গাব্দ।

৩। ঘোষ, গোবিন্দ চরণ। *সমকালীন ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০২০।

৪। চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ। *বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ২০২০।

৫। Jana, Gobinda Gopal. "Sarvepalli Radhakrishnan and the role of women in education and society." *International Journal Of Advance Scientific Research And Engineering Trends Volume 6*. Issue 11. 2021.

৬। Kumar Lal, Basant. *Contemporary Indian Philosophy*. 2nd. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 2002.

৭। Radhakrishnan, Sarvapalli. *Occasional Speeches And Writings.* India: Ministry Of Information And Broadcasting. 1963.

৮। Radhakrishnan, Sarvapalli. *An Idealist View of life.* Nodia: Harper Collins. 1932.

৯। Radhakrishnan, Sarvapalli. *Eastern Religion & Western Thought.* New Delhi: Oxford University Press. 1989.

১০। Radhakrishnan, Sarvapalli. *Philosophy of Hindu Sadhana.* Delhi: Delhi University Library. 1932.